পাহাড়ি ঢলে বিপর্যস্ত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার, পানিবন্দি লাখো মানুষ



ছবি: সংগৃহীত

কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রাম, তিন পার্বত্য জেলা এবং কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় লাখো মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। অনেক পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আশ্রয়কেন্দ্রে উঠতে বাধ্য হয়েছে।

বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ও প্রশাসন। এরই মধ্যে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় পাহাড়ি ঢল ও বানের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বান্দরবানে টানা বৃষ্টির কারণে সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে আশপাশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। অনেক এলাকায় সড়ক পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছেন দুর্গত মানুষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুকনো খাবার ও জরুরি ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করা হচ্ছে।

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল ও বিলাইছড়িসহ একাধিক উপজেলার নিচু এলাকা এখনও পানির নিচে রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ধসের ঘটনায় সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নিতে একাধিক আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া সাজেকে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী।

খাগড়াছড়িতে চেঙ্গী নদী ও আশপাশের খাল-বিলের পানি কমতে শুরু করায় শহরের অনেক এলাকায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং যান চলাচলও স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। তবে দীঘিনালার মাইনী নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট মেরুং ইউনিয়নের বহু পরিবার এখনও জলাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে।

অন্যদিকে কক্সবাজারের চকরিয়া, পেকুয়া ও রামুসহ বিভিন্ন উপজেলার নিম্নাঞ্চল এখনও প্লাবিত। বিশেষ করে চকরিয়ার বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে রয়েছেন। পাহাড়ধসের ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, সাতকানিয়া ও বাঁশখালীর বিস্তীর্ণ এলাকাও পানিতে ডুবে গেছে। পাহাড়ি ঢল ও নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকালয়ে পানি প্রবেশ করেছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কয়েকটি অংশ পানির নিচে চলে যাওয়ায় যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমে আসায় চট্টগ্রাম নগরের বেশ কয়েকটি জলাবদ্ধ এলাকা থেকে পানি সরে যেতে শুরু করেছে, যদিও নিচু এলাকাগুলো এখনও পানির নিচে রয়েছে।